BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010023

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা

Somashree Malik

Purba Bardhaman, Email: somashreemalik1997@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

NEP 2020 ভারতের মন্ত্রিসভা কতৃক ২৯ জুলাই ২০২০ সালে অনুমোদিত হয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রধান কে.কস্তুরী রঙ্গন - এর অধীনস্থ এক কমিটির সুপারিশে এই জাতীয় নীতি৷ দীর্ঘ ৩৪ বছর পর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রণীত এই নীতিটি ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতির পরিবর্তে কার্যকর হয়৷ পুরানো শিক্ষানীতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য৷ এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়৷ NEP 2020 প্রথাগত ১০+২ কাঠামোকে পরিবর্তন করে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোটি প্রবর্তন করেছে যেখানে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষার (ECCE) সঙ্গে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিকে যুক্ত করেছে যাতে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়৷ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই নীতির বাস্তবায়নের কাজ ধাপে ধাপে শুরু হয়েছে৷ NEP 2020 ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলবে দক্ষ, উদ্ভাবনী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে৷ এই নীতি শিক্ষাকে কর্ম সংস্থানের সাথে যুক্ত করবে, বিভিন্ন বৈষম্য কমাবে এবং দেশের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে৷

মূলশব্দ: *NEP 2020, শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা৷*

ভূমিকা :

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বা National Education Policy (NEP 2020) হলো ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এক অন্যতম সংস্করণ।যা দীর্ঘ ৩৪ বছরের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে এক নতুন নমনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপন করেছে৷ ২৯ শে জুলাই ২০২০ সালে মন্ত্রিসভা কতৃক এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার অনুমোদন করা হয়৷ যা সকলের উচ্চ মানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ভারতকে এক বিশ্বব্যপী জ্ঞানের পরাশক্তিতে পরিণত করবে৷ এই নীতির মূল লক্ষ্য প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত করা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সম্ভাবনা গুলির প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া। কেবলমাত্র পাঠদান না তার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে৷ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই নীতির বিশেষ উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাকে

অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর, আনন্দদায়ক ও বাস্তবমুখী করে তোলা। এই নতুন নীতিতে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর মাধ্যমে ভিত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।যেখানে প্রারম্ভিক শৈশব-যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) প্রাথমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় ভাষা এবং মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ও মুল্যনির্ভর জীবন দক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিশ্চিত করাই এই নীতির মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহার, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও শিক্ষার ফলাফল নির্ধারণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি সমতা অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত নাগরিকদের গঠন করাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ - এর প্রাথমিক শিক্ষার মূল ভিত্তি।

■ কাঠামো :

শিক্ষাব্যবস্থাকে নমনীয় করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১০+২ এই একঘেঁয়েমি কাঠামোকে পরিবর্তন করে ৫+৩+৩+৪ এই কাঠামোটি তৈরি করেছেন। ৫+৩+৩+৪ অর্থাৎ, ৫ বছর হবে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য, প্রথম ৩ বছর হবে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, পরবর্তী ৩ বছর মধ্যম পর্যায় এবং কাঠামোর শেষ ৪ বছর মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিক্ষার্থীদের বয়সানুসারে এই শিক্ষা কাঠামোটি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্তরে -

৫ বছরের ভিত্তি স্তর (Foundational Stage) :

নতুন কাঠামোয় ৫ বছর হলো ভিত্তি স্তর যেখানে শিক্ষার্থীদের বয়স হবে ৩ বছর থেকে ৮ বছর পর্যন্ত। এই পাঁচ বছরের প্রথম তিনবছর শিক্ষার্থীদের প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ হবে এবং পরবর্তী দুই বছর শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি সম্পন্ন করবে। এই পর্যায়টি নমনীয় হবে এবং শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে খেলাধুলা বা কার্যকলাপ ভিত্তিক। বিশেষ করে ECCE (Early Childhood Care and Education) অর্থাৎ 'প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা'র উপর জোর দেওয়া হবে।

৩ বছরের প্রস্তুতি পর্যায় (Preparatory Stage) :

প্রথম এই ৩ বছর হবে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি পর্যায়, যেখানে শিক্ষার্থীদের বয়স থাকবে ৮ বছর থেকে ১১ বছর। এই তিনবছর শিক্ষার্থীরা তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণি সম্পন্ন করবে। প্রস্তুতি পর্যায়টি খেলাধুলা ও কার্যকলাপ ভিত্তিক তো হবেই সেইসঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক হবে। পড়া লেখার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের সাথে মিথস্ক্রিয়া, শারীরিক শিক্ষা এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞান ও সংখ্যাগত দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও মনোযোগ দেওয়া হবে।

৩ বছরের মধ্যম পর্যায় (Middle Stage) :

পরবর্তী ৩ বছর হলো মধ্যম পর্যায়, এখানে শিক্ষার্থীদের বয়স হবে ১১ বছর থেকে ১৪ বছর। এই তিন বছর শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণি সম্পন্ন করবে। এই মধ্যম পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয় গুলির সাথে পরিচিত হবে। বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের এই পর্যায়ে একটি বৃহৎ পাঠক্রমের সাথে পরিচিত করানো হবে এবং সমস্ত শিশু বৃত্তি- মূলক পরীক্ষা এবং বৃত্তিমূলক ইন্টার্ন দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৪ বছরের মাধ্যমিক পর্যায় (Secondary Stage) :

নতুন শিক্ষা কাঠামোটির শেষ ৪ বছর হবে মাধ্যমিক পর্যায়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বয়স হবে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর। এই

চারবছরে শিক্ষার্থীরা নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সম্পন্ন করবে। মাধ্যমিক পর্যায়টি হবে বহুমুখী, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দানুযায়ী বিষয়গুলি বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং বিভিন্ন বিষয় থেকে জ্ঞান আরোহণ করতে পারবে।

■NEP 2020 এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

কাঠামোর পরিবর্তন : NEP 2020 এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো - প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষাকে সার্বজনীনিকরণ করা।

মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাবিদ্যা : তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাবিদ্য অর্জন করা NEP 2020 এর একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। NEP 2020 এক মিশন-মোড ও তৈরি করে যেখানে শিক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর শিক্ষণ উপকরণের বিকাশে সাহায্য করে।

কাঠামোর পরিবর্তন : ১০+২ এই কাঠামোর পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোটি তৈরি হয়েছে। যেখানে ভিত্তি স্তর (৫ বছর), প্রস্তুতি পর্যায় (৩ বছর), মধ্যম পর্যায় (৩ বছর) এবং মাধ্যমিক পর্যায় (৪ বছর) নির্ধারিত হয়।এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে নমনীয়, বোধগম্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আরও আনন্দদায়ক করে তোলা।

প্রযুক্তি : জাতীয় শিক্ষানীতিটি শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছে।

বহুবিষয়ক ও সামগ্রিক শিক্ষা :মুখস্ত বিদ্যার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ধারণাগত বোধগম্যতার উপর জোর দেয় এই নীতি। অর্থাৎ মুখস্ত শেখার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্পষ্টতা, ধারণাগত বোঝাপড়া থাকবে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ এর উপরও জোর দেওয়া হবে।

■পাঁচ স্তম্ভ :

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 (NEP 2020) পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান।পাঁচটি স্তম্ভ হলো - প্রবেশাধিকার, সমতা, গুণমান, সাশ্রয়ীতা, এবং জবাবদিহিতা। যা লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এক উচ্চমানের শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করে।

প্রবেশাধিকার (Access) : ভারতের সকল নাগরিকের জন্য বিদ্যালয় প্রবেশের সমান অধিকার। অর্থাৎ তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা যাই থাকুক না কেনো প্রত্যেকে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ পাবে।

সমতা (Equity) : শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করে সকল স্তরের মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়া এই নীতির লক্ষ্য।

গুণমান (Quality) : সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় মান উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে যেখানে পাঠক্রমকে আধুনিক করে তুলেছে। আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উন্নত শিক্ষক প্রশিক্ষণকেও আবশ্যিক করেছে।

সাশ্রয়ীতা (Affordability) : শিক্ষাকে সকলের জন্য সাশ্রয়ী করা হয়েছে যাতে করে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কারোর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

জবাবদিহিতা (Accountability) : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির কার্যকারিতা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

■৩ ভাষার নীতি :

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। এবং এটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেছে। NEP 2020 সমস্ত শিক্ষার্থীর ৩ টি ভাষা শেখার কথা বলেছে, যার

মধ্যে একটি অবশ্যই স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা থাকবে। এবং এই নীতি সুপারিশ করে শিশুরা যে ভাষাগুলি শিখবে সেগুলি রাজ্য, অঞ্চল এবং অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পছন্দ হবে।

■ **ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক :**

NEP 2020 শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছে। কোনো শিশু যাতে কোনোভাবে পিছিয়ে না পরে বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য এই নীতি ফলপ্রসূ। বিভিন্নভাবে পিছিয়ে পরা ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়েদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিপ্রদান, বিশেষ শিক্ষাগত ক্ষেত্র স্থাপন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠক্রম তৈরি করেছে।

■ **NEP 2020 এর লক্ষ্যমাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি :**

NEP 2020, ২০৩৫ সালের মধ্যে স্কুল শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত (GER) অর্জনের এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। GER ২০১৮ সালের ২৬.৩ শতাংশ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশতে উন্নীত করার কথা বলেছে। এই নীতি ভারতের সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সর্বজনীন ও প্রবেশাধিকারের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণের পথ করে দিয়েছে।

■ **বাস্তবায়ন :**

ইতিমধ্যে ২৩ টির বেশি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল NEP 2020 এর উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের কাঠামোটি তৈরি করেছে। এই নীতি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশ ব্যাপী বাস্তবায়নের নীতি। কর্ণাটক হলো প্রথম রাজ্য যেখানে NEP 2020 বাস্তবায়নের জন্য সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। দ্রুত নীতি বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 শিক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ 'The Department of School Education and Literacy' একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে। সংস্থাটি ২০২০ সালের ৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ আলোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়ে একত্রে ' শিক্ষক পর্ব ' আয়োজন করে। এবং ' সার্থক' কর্মসূচিতে ২৯৭ টি আলাদা আলাদা কাজকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করে। কাজের সময়সীমা এবং ফলাফলের কথাও তুলে ধরা হয় এই কর্মসূচিতে।

■ **উপসংহার :**

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু তথ্যপ্রদান নয়, বরং শিশুর চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ নিশ্চিত করা। মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা, প্রযুক্তির সুনিশ্চিত ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা - এই সব উপাদান মিলিয়ে গঠিত হয়েছে একটি সমন্বিত শিক্ষার কাঠামো। এই নীতির সকল বাস্তবায়নই ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলবে আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক হিসাবে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা শুধু শিক্ষার ভিত্তিই নয় বরং জাতি গঠনের অন্যতম মজবুত স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

রেফারেন্স তালিকা :

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়।(২০২০)।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy 2020)। নয়া দিল্লি : ভারত সরকার।

২. গুহঠাকুরতা, স.(২০২১)।ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার নতুন দিগন্ত: এন.ই.পি ২০২০ এর আলোকে বিশ্লেষণ।কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন

৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং প্রাথমিক শিক্ষা। ডঃ কেতকী মুখোপাধ্যায়। রিতা পাবলিকেশন। কলকাতা

৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: প্রাথমিক শিক্ষার নব দিগন্ত। প্রফেসর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

৫. ভট্টাচার্য, স.(২০২১)। ভাষানীতি ও মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা: নীতি ও প্রয়োগ। বাংলা শিক্ষা চর্চা, ১০(২), ৬০-৭২।

৬. মুখার্জি, পি.(২০২২)।প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন: নতুন শিক্ষানীতির প্রভাব ও প্রয়োগ। শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা, ১২(৩), ২৫-৩৫।

Citation: **Malik. S.,** (2025) "জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.